প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধি ও জ্ঞান

পাঠবিষয় : বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ—জ্ঞানের দুটি প্রকার—স্মৃতির লক্ষণ—অনুভবের লক্ষণ—অনুভবের দুটি প্রকার—যথার্থ ও অযথার্থ অনুভব—ইন্দ্রিয়ের সংজ্ঞার স্পষ্টিকরণ—প্রমা ও অপ্রমার চারটি বিভাগ।

১.১. বুদ্ধি বা জ্ঞান

তর্কসংগ্রহ : সর্বব্যবহারহেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্।

অনুবাদ : যে গুণ সকলপ্রকার ব্যবহারের হেতু বা কারণ তাকেই 'বুদ্ধি' বলে।

দীপিকা : বুদ্ধের্লক্ষণমাহ—সর্বেতি। কালাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'গুণ' ইতি। রূপাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'সর্বব্যবহার' ইতি। 'জানামি' ইতি অনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বং লক্ষণম্ ইত্যর্থঃ।

১.১. ব্যাখ্যা : জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ :

ন্যায় দর্শনে জ্ঞান ও বুদ্ধি সমার্থক। মহর্ষি গৌতম বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশার্থে বলেছেন, 'বুদ্ধিরুপলব্ধিজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্' অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞানের অর্থ অভিন্ন, তারা ভিন্ন পদার্থ নয়—একই পদার্থ। এই বোধ বা উপলব্ধি বা জ্ঞানের অস্তিত্ব সর্বসম্মত। জ্ঞান বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই চেতন জীবকে জড়বস্তু থেকে ভিন্ন করা সম্ভব হয়। জ্ঞান বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই জগতে কি আছে এবং কি নেই তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় এবং এই জ্ঞান বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই কি আমাদের গ্রহণীয় এবং কি বর্জনীয় তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

গৌতমকে অনুসরণ করে অন্নংভট্টও তর্কসংগ্রহে বলেছেন 'বুদ্ধির্জ্ঞানম্', অর্থাৎ 'বুদ্ধি' ও 'জ্ঞান' শব্দদুটি সমার্থক—বুদ্ধিও যা জ্ঞানও তাই। এই জ্ঞান বা বুদ্ধি হল আত্মা-দ্রব্যের বিশেষ গুণ। আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলে আত্মায় চৈতন্য বা জ্ঞানের উদ্ভব হয়। চৈতন্য বা জ্ঞান হল বদ্ধ আত্মার জাগতিক গুণ, যা বদ্ধাবস্থায় উৎপন্ন হয়, আবার বিনষ্ট হয়। মুক্তাবস্থায় আত্মার কোন জ্ঞান বা চেতনা থাকে না।

জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ না থাকলেও জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ আছে। যেমন, সাংখ্য-যোগ দর্শনে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সমার্থকরূপে গণ্য করে তাকে 'আত্মধর্ম' বলা হয় না। দ্বৈতবাদী সাংখ্য-যোগ মতে, 'বুদ্ধি' হল জড়-প্রকৃতির (মূল-প্রকৃতির) প্রথম পরিণাম এবং 'জ্ঞান' সেই বুদ্ধির বৃত্তি (চিত্তবৃত্তি)। নৈয়ায়িকগণ সাংখ্য মত অগ্রাহ্য করেন, কেননা জ্ঞান বা চৈতন্য কখনও জড়কে (প্রকৃতিকে) আশ্রয় করে থাকতে পারে না। অজড় আত্মাই চৈতন্যের বা জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে। আত্মার ধর্ম 'চৈতন্য' এবং জড়ের ধর্ম 'বিস্তার'— এটাই সর্বসম্মত। নৈয়ায়িকগণ এই সর্বসম্মত বিচার অনুসরণ করে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সমার্থক বলেন এবং জ্ঞানকে আত্মার বিশেষ ধর্ম বা গুণরূপে গণ্য করেন। কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান হলে 'অহং জানামি' অর্থাৎ 'আমি জানছি'—জীবাত্মার এমন মানস-প্রত্যক্ষ হয়। কাজেই, জীবাত্মাই জ্ঞানের আধার বা আশ্রয়—এটা অবশ্য স্বীকার্য।

Scanned by CamScanner

জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ বিশ্লেষণ :

তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ (সংজ্ঞা) প্রসঙ্গে বলেছেন—'সর্ব-ব্যবহা হেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্'। একথার অর্থ হল, 'যে গুণ সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু, তাই বুদ্ধি জ্ঞান'। 'সর্ব' শব্দের দ্বারা বহুবিধ ব্যবহারের উল্লেখ করা হলেও এখানে কেবল মনের ভাব-প্রকা শব্দাদি প্রয়োগকেই 'ব্যবহার' বলা হয়েছে। বহুবিধ ব্যবহার বলতে সাধারণত বোঝায়* অভি (প্রত্যক্ষ), অভিলাপ (জ্ঞানের অভিধায়ক শব্দ প্রয়োগ), হান (বর্জন), উপাদান (গ্রহণ) এ অর্থ-ক্রিয়া (কার্য)। যেমন, 'অয়ং ঘটঃ'—এমন প্রত্যক্ষ ঘটের ব্যবহার। 'এটি ঘট'—এমন শ প্রয়োগও ঘটের ব্যবহার। ঘটের আনয়ন (উপাদান)—এটাও ঘটের ব্যবহার। ঘটের ত্যা (হান)—এটাও ঘটের ব্যবহার। ঘটের দ্বারা কোন কার্য করাও ঘটের ব্যবহার। এসব ব্যবহারে মধ্যে কোন্ 'ব্যবহারটি' এখানে গ্রহণযোগ্য, এ বিষয়ে টীকাকারদের মধ্যে মতভেদ আছে যেমন, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, পদকৃত্য প্রভৃতি টীকাতে সকল প্রকার ব্যবহারকে—আহার, বিহা গমন, কথন প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবহারকে 'ব্যবহারের' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু 'ব্যবহারে এমন ব্যাপক অর্থ ধরলে বুদ্ধিপূর্বক নয় এমন অনেক ক্রিয়াকেও—হাঁচি, কাশি প্রভৃতি অনৈচ্ছি ক্রিয়া এবং স্বপ্নচারিতাকে (ঘুমের ঘোরে অনেক কর্ম করাকে)—বুদ্ধিপূর্বক বা জ্ঞানাত্মক বল হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য ন্যায়-বোধিনী, নীলকণ্ঠী প্রভৃতি টীকাতে কেবল 'অভিলাপ' মনের ভাব প্রকাশার্থে 'শব্দ প্রয়োগ'কেই ব্যবহাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্নংভট্ট সহ এই শেষোক্ত অভিমত গ্রহণ করে **শব্দপ্রয়োগকেই 'ব্যবহার' বলেছেন।**

কিন্তু বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে কেবল 'সর্ব-ব্যবহার-হেতু' এইটুকু বললে লক্ষণটি অতিব্য দোষে দুষ্ট হয়, কেননা কাল, দিক্ প্রভৃতিও সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু (যেহেতু তারা স ব্যবহারের পূর্বে থাকে)। এজন্য, অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'গুণ' শব্দটি যুক্ত করে হয়েছে 'সর্ব-ব্যবহার-হেতুর্গুণো'। অন্নংভট্ট দীপিকায় এজন্য বলেছেন, 'কা অতিব্যাপ্তিবারণায় গুণ ইতি'। তাৎপর্য হল—বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার গুণ বিশেষ যা সকল শব্দাদি ব্যবহারের হেতু বা কারণ। কাল, দিক প্রভৃতি সকল ব্যবহারের কারণ হলেও 'গুণ' নয়, সে সব দ্রব্য পদার্থ।

তেমনি আবার, লক্ষণের অন্তর্গত 'ব্যবহার' শব্দটিকে অপসারিত করে যদি 'গু জ্ঞানের লক্ষণরূপে গণ্য করে বলা হয় 'গুর্ণোজ্ঞানম্' তাহলেও লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দো হবে। কেবল 'গুণকে' জ্ঞানের লক্ষণরূপে গণ্য করলে রূপ প্রভৃতি গুণ পদার্থে লক্ষণটি হওয়ায় লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে। এজন্য, অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'সর্ব-ব্যবহার-হেতু' অংশটি যুক্ত হয়েছে। অন্নংভট্ট দীপিকায় এজন্য বলেছেন, 'রূপাদৌ বারণায় সর্বব্যবহার ইতি'। রূপ প্রভৃতি 'গুণ' হলেও সেসব সর্বব্যবহারের (শব্দপ্র হেতু বা কারণ নয়।

লক্ষণটির দোষ :

'সর্ব-ব্যবহার হেতুর্গুণোবুদ্ধি'—জ্ঞানের এই লক্ষণটিও দোষমুক্ত নয়, কেননা

তর্ক-সংগ্রহঃ। শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী। নবভারত পাবলিশার্স। ১৯৯২। পৃ. ৯৪।

Scanned by CamScanner

দোষে দুষ্ট। ন্যায় মতে, নির্বিকল্পক জ্ঞানও 'জ্ঞান'-পদবাচ্য, যদিও সেই জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব না থাকায় তা শব্দাদির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অর্থাৎ নির্বিকল্পকজ্ঞানে 'ব্যবহার' না থাকায় জ্ঞানের লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়।

দীপিকার সংশোধিত লক্ষণ :

স্পষ্টতই, তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বুদ্ধির বা জ্ঞানের লক্ষণটি, 'সর্ব-ব্যবহার-হেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্'—এই লক্ষণটি বুদ্ধির স্বরূপ প্রকাশক লক্ষণ নয়, লক্ষণটি বুদ্ধির বা জ্ঞানের পরিচায়কমাত্র। দীপিকাতে অন্নংভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের যথার্থ লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন, 'জানামীত্যনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বং' অর্থাৎ অনুব্যবসায়গম্য জ্ঞানত্বজাতি বিশিষ্ট জ্ঞানই জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ। সংক্ষেপে 'জ্ঞানত্ব' জাতি হল বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ এবং 'অহং জানামি' বা 'আমি জানছি'—এই প্রকারে অনুব্যবসায় বা আন্তরপ্রত্যক্ষে ঐ জাতি প্রকাশিত হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ন্যায় মতে জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশিত নয়। জ্ঞানকে মানসপ্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায়ের মাধ্যমে জানা যায়। ঘটের সঙ্গে চক্ষুসংযোগাদির ফলে 'অয়ং ঘট' বা 'এটা ঘট' এমন বোধ হয়। প্রথম ক্ষণের এই জ্ঞানকে বলে 'ব্যবসায়''। পরক্ষণে, এই ব্যবসায় জ্ঞানকে বিষয় করে যে জ্ঞান হয় তাকে বলে 'অনুব্যবসায়'। জ্ঞানকে জানা যায় এপ্রকার অনুব্যবসায় বা আন্তর প্রত্যক্ষের মাধ্যমে। ব্যবসায় জ্ঞানগুলি অর্থাৎ মূল প্রাথমিক জ্ঞানগুলি অসংখ্য হওয়ায় তাদের অনুব্যবসায় বা আন্তর প্রত্যক্ষও অসংখ্য হয়। এইসব প্রাথমিক মূল জ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিতে যে অনুগত ধর্ম থাকে, সেটাই হল জ্ঞানত্ব জাতি। ন্যায় মতে, এই জ্ঞানত্ব জাতিকে জ্ঞানের আন্তর প্রত্যক্ষে জানা যায়। যে অনুব্যবসায় বা আন্তর প্রত্যক্ষে জ্ঞানকে জানা যায়, সেই আন্তর-প্রত্যক্ষেই জ্ঞানত্ব জাতিকেও জানা যায়। দীপিকায় অন্নংভট্ট এমন অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, 'জ্ঞানত্বই' জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ—'অহং জানামি', 'অহং জানামি' এই আকারে জ্ঞানত্ব সামান্যকে যেসব ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি সেসবই 'জ্ঞান' পদবাচ্য। ন্যায় মতে, যখন কোন বিশিষ্ট বস্তুকে, যথা—ঘটকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই বিশিষ্ট বস্তুর জাতি-সামান্যও, যথা—ঘটে 'ঘটত্ব' সামান্য আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অনুরূপভাবে যে অনুব্যবসায় বা আন্তর-প্রত্যক্ষে 'জ্ঞানে উপলব্ধি হয়, সেই আন্তর-প্রত্যক্ষেই 'জ্ঞানত্ব' জাতিরও বোধ হয়। এই 'জ্ঞানত্বই' হল জ্ঞা প্রকৃত লক্ষণ। এজন্যই অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'জানামীত্যনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বং লক্ষ

অন্নংভট্ট জ্ঞানের দুটি লক্ষণ দিয়েছেন। তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত প্রথম লক্ষণটি 'সর্বব্যবহারহেতুর্গুণোবুদ্ধির্জ্ঞানম্। লক্ষণটি একদিকে যেমন অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট, অন্য তেমনি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। দীপিকায় প্রদত্ত দ্বিতীয় লক্ষণটি হল, 'জানামীত্যম্-অনুব্যবসা জ্ঞানত্বং'। দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রথম লক্ষণের দোষ থেকে মুক্ত, কেননা প্রথমত, 'জ্ঞান' উল্লেখ থাকায় অজানিত বা অনৈচ্ছিক ক্রিয়া লক্ষণের বহির্ভূত হয় এবং কেবল জ্ঞা শব্দাদি প্রয়োগকেই 'ব্যবহার রূপে' জ্ঞানকে গণ্য করতে হয়, দ্বিতীয়ত, 'জ্ঞান' আত্মার গুণরূপে গ্রাহ্য হওয়ায় রূপাদি গুণও লক্ষণের বহির্ভূত হয়। এভাবে লক্ষণটি অতিব্যা থেকে মুক্ত হয়। তেমনি আবার তৃতীয়ত, লক্ষণটিতে 'অনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানের উল্লে 'জানামি' আকারে জ্ঞানই কেবল লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয় (নির্বিকল্পজ্ঞানের অনুব্যবসায়

Scanned by CamScanner

তা লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না) এবং এভাবে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষ থেকেও মুক্ত হয়। কাজেই বলা চলে যে, দীপিকায় প্রদত্ত বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণটি তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত জ্ঞানের লক্ষণের পরিবর্তিত ও সংশোধিত রূপ।

❑ ১.২. বুদ্ধির বিভাগ : স্মৃতি ও অনুভব

তর্কসংগ্রহ : সা (বুদ্ধি বা জ্ঞান) দ্বিবিধা—স্মৃতিরনুভশ্চ। সংস্কারমাত্রজন্যংজ্ঞানং স্মৃতিঃ। তদ্ভিন্নং জ্ঞানমনুভবঃ।

অনুবাদ : বুদ্ধি দুই প্রকার। যথা—স্মৃতি ও অনুভব। কেবলমাত্র সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে বলে 'স্মৃতি'। স্মৃতি-ভিন্ন জ্ঞান হল অনুভব।

দীপিকা : বুদ্ধি বিভজতে—'সা' ইতি। স্মৃতে লক্ষণমাহ—সংস্কার ইতি। ভাবনাখ্যঃ সংস্কারঃ। সংস্কারধ্বংসে অতিব্যাপ্তিবারণায় 'জ্ঞানম্' ইতি। ঘটাদি প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি বারণায় 'সংস্কারজন্যম্' ইতি। প্রত্যভিজ্ঞায়াম্ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'মাত্র' ইতি। অনুভবং লক্ষয়তি—'তদ্ভিন্নং' ইতি। স্মৃতিভিন্নং জ্ঞানম্ অনুভবঃ ইত্যর্থঃ।

১.২(i). ব্যাখ্যা : স্মৃতির লক্ষণ

তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিভাগ আলোচনায় বলেছেন, 'সা দ্বিবিধা—স্মৃতিরনুভবশ্চ', অর্থাৎ জ্ঞান বা বুদ্ধির দুটি প্রকার আছে—স্মৃতি ও অনুভব। স্মৃতির লক্ষণ বলা হয়েছে, **'সংস্কারমাত্রজন্যংজ্ঞানং স্মৃতি' অর্থাৎ যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ, পরামর্শ ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন না হয়ে কেবল 'সংস্কার' থেকে উৎপন্ন হয় তাই হল স্মৃতি।** লক্ষণটির অর্থবোধের জন্য প্রথমেই 'সংস্কার' শব্দটির অর্থ জানা প্রয়োজন। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, সংস্কার তিনপ্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। এদের মধ্যে 'বেগ'রূপ সংস্কার পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মনে থাকে এবং স্থিতিস্থাপকরূপ সংস্কার কেবল পৃথিবীতে থাকে। 'ভাবনা'রূপ সংস্কার কেবল আত্মাতে থাকে। স্পষ্টতই, তিন প্রকার সংস্কারের মধ্যে 'বেগ' ও 'স্থিতিস্থাপকত্ব' হল জৈব ধর্ম এবং 'ভাবনা' আত্মার ধর্ম বা গুণ-বিশেষ। অন্নংভট্ট আত্মধর্ম 'ভাবনা'কেই এখানে সংস্কারক গণ্য করে দীপিকায় বলেছেন, 'ভাবনাখ্যঃ সংস্কারঃ'। তাহলে, 'সংস্কারমাত্রজন্যজ্ঞানংস্মৃতি'—এই লক্ষণটির অর্থ হয়, **যে জ্ঞান কেবল আত্মধর্ম ভাবনানামক সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাকেই 'স্মৃতি' বলে।**

'সংস্কারমাত্রজন্যংজ্ঞানং স্মৃতি'—স্মৃতির এই লক্ষণটির অন্তর্গত তিনটি অংশ আছে। দীপিকাতে অন্নংভট্ট ঐ তিনটি বাক্যাংশের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। লক্ষণের অন্তর্গত তিনটি অংশ হল—(ক) 'জ্ঞান', (খ) যা 'সংস্কারজন্য' এবং (গ) 'মাত্র' সংস্কারজন্য। লক্ষণের অন্তর্গত এই তিনটি অংশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা গেল—

(ক) 'জ্ঞান' শব্দটির প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব :

লক্ষণবাক্য থেকে 'জ্ঞান' শব্দটি অপসারিত করলে তা হবে, 'সংস্কারমাত্রজন্যংস্মৃতি' অর্থাৎ যা মাত্র সংস্কার থেকে উৎপন্ন, তাই স্মৃতি। কিন্তু এমন বললে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়, কেননা সংস্কারধ্বংসেও লক্ষণটি প্রযুক্ত হয়। ধ্বংসও একটি কার্য এবং ঐ ধ্বংসও

Scanned by CamScanner

কার্যের কারণ হল তার প্রতিযোগী। যেমন, ঘটাভাবের (ঘটের ধ্বংসের) প্রতিযোগী হল ঘট। অনুরূপভাবে সংস্কারধ্বংসের প্রতিযোগী হল সংস্কারধ্বংসের পূর্ববর্তী সংস্কার। সংস্কার পূর্বক্ষণে থাকলে তবেই পরক্ষণে তার ধ্বংস হওয়া সম্ভব হতে পারে। সংস্কার ধ্বংসের প্রতিক্ষেত্রে সংস্কার নিয়ত পূর্ববর্তীরূপে থাকার জন্য সংস্কারকেই সংস্কারধ্বংসের 'কারণ'রূপে গণ্য করতে হয়। অর্থাৎ সংস্কারধ্বংস সংস্কার-জনিত। কিন্তু অভাববাচক ধ্বংসকে কখনই স্মৃতিরূপে গণ্য করা চলে না। এজন্যই, অতিব্যাপ্তিদোষ বারণের জন্য, অর্থাৎ লক্ষণটি যাতে সংস্কারধ্বংসে প্রযুক্ত না হয় সেজন্য, লক্ষণে 'জ্ঞান' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। সংস্কার যদিও সংস্কারধ্বংসের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকে, অভাববাচক ধ্বংস কোনরূপ জ্ঞান নয়। জ্ঞান হল ভাববাচক পদার্থ। স্মৃতি অবশ্যই একপ্রকার জ্ঞান এবং তা সংস্কার থেকে উৎপন্ন। এভাবে 'জ্ঞান' শব্দটি যুক্ত করে স্মৃতির লক্ষণটিকে অতিব্যাপ্তিদোষ থেকে মুক্ত করা হয়। সংস্কারধ্বংসে সংস্কার-জন্যত্ব থাকলেও 'জ্ঞানত্ব' না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।

(খ) 'যা সংস্কারজন্য' বাক্যাংশটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব :

লক্ষণবাক্য থেকে 'সংস্কারজন্য' বাক্যাংশটি অপসারিত করলে তা হবে 'জ্ঞানম্ স্মৃতি'—'স্মৃতি হল জ্ঞান'। কিন্তু এমন বললে লক্ষণটি—'জ্ঞানম্ স্মৃতি' এই লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে, কেননা ঘটাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্মৃতির লক্ষণটি প্রযুক্ত হবে। ঘট-পটাদি প্রত্যক্ষ অবশ্যই 'জ্ঞান', যদিও সেই জ্ঞান 'স্মৃতি' নয়। ঘটাদির প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জন্য, সংস্কারমাত্র জন্য নয়। স্মৃতি সংস্কার (ভাবনা) থেকে উৎপন্ন হলেও প্রত্যক্ষজ্ঞান সংস্কার থেকে উৎপন্ন হয় না, তা উৎপন্ন হয় ইন্দ্রিয়জন্য। প্রত্যক্ষে 'জ্ঞানত্ব' থাকলেও 'সংস্কার-জন্যত্ব' না থাকায় 'জ্ঞানে'র সঙ্গে সংস্কারজন্যত্ব যুক্ত হলে স্মৃতির লক্ষণটি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না এবং লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয়।

(গ) 'মাত্র' শব্দটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

লক্ষণবাক্য থেকে 'মাত্র' শব্দটি অপসারিত হলে লক্ষণটি হবে 'সংস্কারজন্যংজ্ঞানং স্মৃতিঃ'—'স্মৃতি হল সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞান।' কিন্তু এমন বললে লক্ষণটি (সংস্কারজন্যং জ্ঞানংস্মৃতি-এই লক্ষণটি) অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে, কেননা 'প্রত্যভিজ্ঞা'রূপ জ্ঞান সংস্কারজনিত হওয়ায় তা ঐ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার ফলে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। পূর্বদৃষ্ট কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে বর্তমানে পরিচিতরূপে প্রত্যক্ষ করাই হল প্রত্যভিজ্ঞা। কাশীতে দেখা দেবদত্তকে কলকাতায় প্রত্যক্ষ করে যখন আমরা বলি, 'এই সেই দেবদত্ত' তখন সেই পরিচিতিবোধ হচ্ছে প্রত্যভিজ্ঞা। এখানে 'সেই' শব্দটি অতীতের কোন এক স্থান-কাল-পাত্রকে নির্দেশ করে। যদি অতীতের সেই স্থান-কাল-পাত্রকে বর্তমানে পূর্বার্জিত সংস্কারের মাধ্যমে স্মরণ করা না যায়, তাহলে পরিচিতিবোধ অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞান সম্ভব হতে পারে না। কাজেই, প্রত্যভিজ্ঞারূপজ্ঞান সংস্কারজনিত হওয়ায় এখানে স্মৃতির লক্ষণটি—'সংস্কারজন্যং-জ্ঞানং স্মৃতি', এই লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। এই অতিব্যাপ্তি দোষ বারণের জন্য লক্ষণে 'মাত্র' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কারজন্য হলেও 'মাত্র'-সংস্কারজন্য নয়—পূর্ব-প্রত্যক্ষজনিত সংস্কার বর্তমানে উদ্বুদ্ধ না হলে প্রত্যভিজ্ঞারূপ পরিচিতিবোধ জন্মায়

Scanned by CamScanner

না। প্রত্যভিজ্ঞা হল প্রত্যক্ষ-সহকৃতসংস্কারজনিত জ্ঞান, 'মাত্র'-সংস্কার জনিত জ্ঞান নয়। এটাই হল লক্ষণবাক্যে 'মাত্র' শব্দের প্রয়োজনীয়তা।

অবশ্য নীলকণ্ঠ স্মৃতির সমগ্র লক্ষণটিকেও—'সংস্কারমাত্রজন্যজ্ঞানত্বং স্মৃতিত্বং', এই লক্ষণটিকেও 'অসম্ভব দোষে দুষ্ট' বলেছেন। নীলকণ্ঠের অভিমত হল—যদিও স্মৃতির উৎপত্তিতে সংস্কার জনাতম নিমিত্ত কারণ তথাপি কেবল সংস্কার থেকে স্মৃতির উৎপত্তি হতে পারে না। স্মৃতি এক প্রকার জ্ঞান এবং জ্ঞানের উৎপত্তিতে সমবায়ি কারণরূপে আত্মা, অসমবায়ি কারণরূপে আত্মমনঃসংযোগ এবং নিমিত্ত কারণরূপে কাল, দিক, ঈশ্বর, অদৃষ্ট এবং সংস্কার বিদ্যমান থাকে। 'সংস্কার' নামক একটি নিমিত্ত কারণের উল্লেখ করলে স্মৃতিরূপ জ্ঞানের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। এই অসম্ভব দোষ কারণের জন্য নীলকণ্ঠ বলেন যে, 'মাত্র সংস্কারজন্যত্ব' বাক্যের দ্বারা আত্মা ইত্যাদি কারণের নিষেধ না করে কেবল বহিরিন্দ্রিয়কেই নিষেধ করতে হবে। তাহলে নীলকণ্ঠের মতে, স্মৃতির লক্ষণটি হবে, 'যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদিজন্য না হয়ে কেবল সংস্কার জন্য হয়, তাই হল স্মৃতি। অর্থাৎ 'মাত্র' শব্দের অর্থ সংকোচ করে লক্ষণটির অর্থ এভাবে করতে হবে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন নয়, এমন যে মাত্র সংস্কার জন্য জ্ঞান, তাই হল স্মৃতি।

১.২.(ii) অনুভব :

'অনুভবের' লক্ষণ প্রকাশার্থে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, 'তদ্ভিন্নং জ্ঞানমনুভবঃ' অর্থাৎ যে জ্ঞান স্মৃতি (তৎ) থেকে ভিন্ন তাকেই 'অনুভব' বলে। অনুভবের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ার জন্যই সম্ভবত অন্নংভট্ট নঞর্থকভাবে অনুভবের লক্ষণ দিয়েছেন,—যা স্মৃতি থেকে ভিন্ন জ্ঞান, যা স্মৃতি জ্ঞান নয়, তাই হল অনুভব'। অবশ্য ন্যায়বোধিনী টীকাতে অনুভবের লক্ষণকে এভাবে বলা হয়েছে—'যা স্মৃতি থেকে ভিন্ন এবং যা জ্ঞানত্বজাতি বিশিষ্ট, তা 'অনুভব।' এখানে অনুভবের দুটি ভেদকধর্মের (differentia) উল্লেখ করা হয়েছে—(i) স্মৃতি থেকে ভিন্ন এবং যা (ii) জ্ঞানত্বজাতিবিশিষ্ট। প্রথমটি (i) অনুভবকে 'স্মৃতি' থেকে ভিন্ন করে এবং দ্বিতীয়টি (ii) অনুভবকে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ থেকে, যথা ঘটপটাদি থেকে ভিন্ন করে। ন্যায়বোধিনীর এই লক্ষণটির সহজ অর্থ হল—"স্মৃতি ভিন্ন যে জ্ঞান, তাকেই বলা হয় অনুভব' এবং অন্নংভট্টও তর্ক সংগ্রহে অনুভবের এমন অর্থই করে বলেছেন, 'তদ্ভিন্নং জ্ঞানমনুভবঃ'। কাজেই বলা চলে যে, তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত এবং ন্যায়বোধিনীতে প্রদত্ত লক্ষণ দুটির মধ্যে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

❑ ১.৩. যথার্থ অনুভব : প্রমা

তর্কসংগ্রহ : স দ্বিবিধঃ যথার্থঃ অযথার্থশ্চেতি। তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ, যথা 'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানম্, সৈব প্রমেতুচ্যতে।

অনুবাদ : অনুভব দুই প্রকার। যথা—যথার্থ ও অযথার্থ অনুভব। যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থকে যদি সেই 'প্রকারবিশিষ্ট'রূপে অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভব হবে যথার্থ অনুভব। যেমন, রজতকে (রূপা) 'ইহা রজত' এই প্রকার জ্ঞান হল যথার্থ অনুভব। এই অনুভবকে 'প্রমা' বলে।

দীপিকা : স দ্বিবিধ ইতি। যথার্থানুভবং লক্ষয়তি—তদ্বতীতি। ননু 'ঘটে ঘটত্বম্' ইহিমান

Scanned by CamScanner

প্রমাত্বাপত্তিঃ। ঘটত্বে ঘটাভাবাবচ্ছিন্ন ভেদ ন। 'যত্র যৎ সম্বন্ধেনাস্তি তত্র তৎসম্বন্ধানুভবঃ' ইত্যাদিক ঘটত্বেহপি ঘটিসম্বন্ধেনাস্তি, ইতি ন্যায়াপত্তিঃ। সৈবেতি—যথার্থানুভব এব শাস্ত্রে 'প্রমা' ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

১.৩(i) ব্যাখ্যা : যথার্থ অনুভব বা প্রমা

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অনুভবের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'স দ্বিবিধঃ, যথার্থঃ অযথার্থশ্চেতি' অর্থাৎ অনুভব দুই প্রকার—যথার্থ ও অযথার্থ। যথার্থ অনুভবকেই 'প্রমা' বলে। যথা অর্থ বা বিষয় = যথার্থ। অনুভবের 'অর্থ' বা বিষয়টি যেমন অনুভবটিও যদি তদ্রূপ হয় তাহলে সেই অনুভবটি যথার্থ অর্থাৎ প্রমা হবে। যথা—'অয়ং ঘটঃ'—'এটি ঘট'। পুরোবর্তী (সামনের) বিষয়টি যদি 'ঘট' হয় এবং সেই বিষয়টির অনুভব যদি 'ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট' হয় তাহলে সেই অনুভবটি যথার্থ বা প্রমা হবে। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে প্রমা বা যথার্থ অনুভবের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন, 'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ' এবং প্রমার দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে বলেছেন, "যথা—'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানম্।"

লক্ষণটির অন্তর্গত দুটি মূল শব্দ আছে—'তদ্বতি' এবং 'তৎপ্রকারকঃ'। এখানে 'তৎ' শব্দের অর্থ হল, 'অনুভবের বিষয়ের বিশেষণ বা প্রকার' আর 'তদ্বৎ' শব্দের অর্থ হল, 'যে পদার্থে (বিশেষ্যে) সেই বিশেষণ বা প্রকারটি থাকে।' তাহলে ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকারতা 'ঘটত্ব' হল 'তৎ' শব্দের অর্থ, আর 'ঘট' হল 'তদ্বৎ' শব্দের অর্থ। ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে ('অয়ং ঘটঃ' এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে) ঘট-বিশেষ্যক ঘটত্ব-প্রকারক অনুভবই যথার্থ অনুভব বা প্রমা।

'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ' প্রমার বা যথার্থ অনুভবের লক্ষণটির অর্থবোধের জন্য, বিশেষ করে, আরও তিনটি শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন। যথা—'বিশেষ্য', 'প্রকার' বা 'বিশেষণ' এবং 'সংসর্গ।' জ্ঞান হল 'কোন কিছু'র জ্ঞান এবং ঐ 'কোন কিছু' হল জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞানের বিষয়, যা সাধারণত কোন বিশিষ্ট বস্তু হয়, তিনটি পদার্থের মিলনে গঠিত হয়—বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ। এদের মধ্যে 'বিশেষ্য' বলতে বোঝায় জ্ঞানের সেই অংশ যা কিছু দ্বারা (বিশেষণ দ্বারা) বিশেষিত হয়। 'প্রকার' বলতে বোঝায় জ্ঞানের সেই অংশ যা ঐ বিশেষ্যকে অপরাপর বিশেষ্য থেকে পৃথক বা বিশেষিত করে (অর্থাৎ প্রকার হল বিশেষ্যের বিশেষণ) : আর 'সংসর্গ' বলতে বোঝায় উদ্দেশ্য ও প্রকারের মধ্যে সম্বন্ধকে। তাহলে ঘট-জ্ঞানে ('অয়ং ঘটঃ' এই জ্ঞানে) 'ঘট' হল বিশেষ্য, 'ঘটত্ব' হল প্রকার এবং 'সমবায়' হল সংসর্গ বা সম্বন্ধ (ঘটত্ব ঘটে সমবায় সম্বন্ধে থাকে)। জ্ঞানের এই তিনটি বিষয়েরই স্ব স্ব বিষয়তা থাকে। ঘট-বিশেষ্যের বিষয়তা 'বিশেষ্যতা', ঘটত্ব-বিশেষণের বিষয়তা 'প্রকারতা' এবং সমবায়-সম্বন্ধের বিষয়তা 'সংসর্গতা'। তাহলে, 'অয়ং ঘটঃ' জ্ঞানটিকে কেবল 'ঘটজ্ঞান' বা 'ঘট-বিষয়কজ্ঞান' বললে জ্ঞানটির সঠিক পরিচয় প্রকাশ করা হবে না, বলতে হবে, জ্ঞানটি হল, 'ঘট-বিশেষ্যক ঘটত্ব-প্রকারক সমবায়সংসর্গক জ্ঞান'।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের মতো অপরাপর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও জ্ঞানের বিষয় উপরোক্ত তিনটি পদার্থের মিলনে গঠিত হয়। যেমন, দূর থেকে কোন পর্বতে ধূম দেখে যখন অনুমান করা হয়, 'পর্বতটি বহ্নিমান' তখন সেই অনুমিতি জ্ঞানে 'পর্বতটি' অপরাপর বস্তু থেকে অবচ্ছিন্ন বা পৃথক হওয়ায়

তা হবে ঐ অনুমিতিজ্ঞানের 'বিশেষ্য', 'বহ্নি' পর্বতটিকে অবচ্ছিন্ন করে বলে তা
জ্ঞানের 'প্রকার' এবং 'পর্বতে বহ্নি' এমন (সংযোগ) সম্বন্ধ হবে 'সংসর্গ।'

সব জ্ঞান এরকম হয় না, ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য বিশেষ্য, প্রকার ও
সব জ্ঞানে একরকম হয় না, ক্ষেত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, 'অয়ং ঘটঃ' বা 'এটা
প্রকার ঘটজ্ঞানে 'ঘট' বিশেষ্য, 'ঘটত্ব' প্রকার এবং সমবায়-সম্বন্ধ 'সংসর্গ।' কিন্তু
বা 'এই ভূতল ঘটবিশিষ্ট', এই জ্ঞানে 'ভূতল' বিশেষ্য, 'ঘট-বিশিষ্টতা' প্রকার বা
'সংযোগ-সম্বন্ধ' সংসর্গ। তবে, ক্ষেত্রভেদে এসব ভিন্ন ভিন্ন হলেও, সাধারণভাবে
সমস্তজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই তিনটি পদার্থের (বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ) নিদানে
হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, **'বিশেষ্য' এবং 'প্রকারে'র জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে কোন**
নেই, কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন বিষয় বিশেষ্যরূপে এবং সেই বিশেষ্যের কোন ধর্ম প্রকার
ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'পর্বত বহ্নিমান' এই অনুমিতি-জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয়ের
'পর্বত' বিশেষ্যরূপে এবং 'বহ্নি' প্রকাররূপে জ্ঞাত হয়েছে। জ্ঞান-বহির্ভূতরূপে 'পর্বত'
নয়, 'বহ্নি'ও প্রকার নয়, তারা প্রত্যেকেই জাগতিক বস্তু বা গুণমাত্র। কাজেই,
উপাদানরূপেই 'বিশেষ্য' ও 'প্রকারে'র অবস্থান, জ্ঞান-বহির্ভূতভাবে তাদের কোন
নেই।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত যথার্থজ্ঞানের লক্ষণটির—'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থ
লক্ষণটির—অর্থ ব্যাখ্যা করা গেল। লক্ষণবাক্যটির সহজ অর্থ হল, 'তদ্বদ্ বিশেষ্যক তৎপ্র
অনুভবই যথার্থ অনুভব বা প্রমা' অর্থাৎ 'যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থ সম্বন্ধে (তদ্ববি
যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভব হবে যথার্থ বা প্রমা।' যেমন, 'অয়ং ঘটঃ'—
ঘট', এই জ্ঞান। এখানে 'ঘট' বিশেষ্য এবং 'ঘটত্ব' প্রকার। ঘটে বাস্তবিক ঘটত্ব সমবায়
থাকে এবং উক্ত ঘটজ্ঞানটি তৎপ্রকারকই হয়েছে—ঘটের প্রতি ঘটত্বধর্ম (প্রকার)
করেই ঘটজ্ঞানটি হয়েছে। কাজেই এখানে অনুভবটি যথার্থ বা প্রমা। তেমনি পুরোবর্তী
যদি রজত হয় এবং বস্তুটি দেখে যদি 'ইহা রজত' এমন জ্ঞান হয়, তাহলে সেই অনুভব
তৎপ্রকারক অর্থাৎ যথার্থ অনুভব বা প্রমা হবে। রজতে বাস্তবিক রজতত্ব ধর্ম থাকে এবং
রজত' উপরোক্ত এই জ্ঞানে 'রজত' হল বিশেষ্য এবং 'রজতত্ব' হল প্রকার—রজত-বি
রজতত্ব-প্রকার প্রয়োগ করেই বলা হয়েছে 'ইহা রজত'। কাজেই, এখানে যে বিষয় বস্তু
ধর্মবিশিষ্ট তদ্ববিষয়ে তৎপ্রকারক অনুভব হওয়ায় অনুভবটি যথার্থ বা প্রমা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, **প্রমার লক্ষণটি কেবল সবিকল্পকজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযো**
নির্বিকল্পকজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নির্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় তৎপ্রকারক কিনা তা
সম্ভব নয়, কেননা নির্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণের (প্রকারের) জ্ঞান হলেও তা
মধ্যে সংসর্গ থাকে না। তদুপরি, নির্বিকল্পকজ্ঞানের অনুব্যবসায়ও সম্ভব নয়। কা
নির্বিকল্পকজ্ঞান বিশেষণ-বিরহিত অবাচ্যজ্ঞান। প্রকারবিশিষ্ট না হওয়ায় **নির্বিকল্পক জ্ঞান একপ্র**
অনুভব হলেও তা যথার্থ অনুভব বা প্রমা নয়। তেমনি আবার নির্বিকল্পজ্ঞানকে অযথ

Scanned by CamScanner

বলাও যায় না, কেননা অযথার্থ জ্ঞানও তার বিষয়কে প্রকারবিশিষ্ট রূপেই প্রকাশ করে থাকে তা 'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' হয় না।

প্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তি :

প্রথমত, অন্নংভট্ট তর্কদীপিকাতে যথার্থ অনুভবের অর্থাৎ প্রমার লক্ষণটির বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য আপত্তির উল্লেখ করে নিজেই তা খণ্ডন করেছেন। আপত্তিটি হল—লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। কেননা এমন অনেক যথার্থ অনুভবের উল্লেখ করা যায় যাদের প্রতি লক্ষণটিকে প্রয়োগ করা চলে না। যেমন, 'ঘটে ঘটত্বের' অনুভব প্রমা হলেও প্রমার বা যথার্থ অনুভবের লক্ষণটি—'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' এই লক্ষণটি প্রয়োগ করা চলে না। সাধারণত বিশেষ্যই প্রকার হয়। যেমন, 'এটা ঘট' এমন ঘটজ্ঞানে 'ঘট' বিশেষ্য এবং 'ঘটত্ব' প্রকার হয়। কিন্তু 'ঘটে ঘটত্ব' এমন জ্ঞানে 'ঘটত্ব' বিশেষ্য এবং 'ঘট' প্রকার বা বিশেষণ। ঘট যদি ঘটত্বে থাকে তাহলেই ঘটে ঘটত্বের অনুভবকে যথার্থ বা প্রমা বলা চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘট ঘটত্বে থাকে না, ঘটত্বই ঘটে থাকে অথবা বিপরীতক্রমে বলা চলে, 'ঘটত্বে ঘট থাকে না, ঘটেই ঘটত্ব থাকে।' ঘটত্ব ঘটের অধিকরণ নয়, ঘটই ঘটত্বের অধিকরণ। স্পষ্টতই 'ঘটে ঘটত্বম্'-এর অনুভব যথার্থ অনুভব বা প্রমা হলেও তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত প্রমার লক্ষণটি এখানে প্রযুক্ত হতে পারে না। কাজেই, আপত্তি হল, প্রমার লক্ষণটি—'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' লক্ষণটি—অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট।

অন্নংভট্ট লক্ষণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত প্রকারে আপত্তির (অব্যাপ্তি দোষের) উল্লেখ করে নিজেই আবার তা খণ্ডন করেছেন। আপত্তি খণ্ডন প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'তদ্বৎ-এর অন্তর্গত 'তৎ' শব্দের অর্থ 'প্রকারের অধিকরণ' নয়, 'তৎ'-এর অর্থ হল 'সম্বন্ধী'। 'তদ্বৎ' অর্থাৎ "তৎ-সম্বন্ধবৎ'। তাহলে প্রমার লক্ষণটির ('তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' এই লক্ষণটির) অর্থ হয়, **'যেখানে যে সম্বন্ধ আছে সেখানে সেই সম্বন্ধের অনুভবই হল যথার্থ অনুভব বা প্রমা'।** দীপিকাতে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'যত্র যৎসম্বন্ধোহস্তি তত্র তৎসমন্ধানুভবঃ'। উপরোক্ত উদাহরণে ('ঘটে ঘটত্বম্'—এই উদাহরণে) 'ঘটত্ব' ও 'ঘটের' মধ্যে যে 'সম্বন্ধ' আছে তা অস্বীকার করা যায় না। ঘটত্ব ও ঘটের মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ আছে, যাকে বলা হয় **'আধেয়তা সম্বন্ধ'**। 'ঘটত্ব' ও 'ঘট' যদি সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহলে এমন বলা সঙ্গত হবে না যে, কেবলমাত্র 'ঘটত্বেরই 'ঘটে'র সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, একথাও বলতে হবে যে, 'ঘটেরও ঘটত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। অবশ্য ঐ দুটি ক্ষেত্রের সম্বন্ধ ভিন্ন রকমেরও হতে পারে। তাহলে **লক্ষণের অন্তর্গত 'তদ্বতি'র অর্থকে 'তৎসম্বন্ধবতি'-রূপে গ্রহণ করলে লক্ষণটি অব্যাপ্তিদোষ থেকে মুক্ত হবে।** অন্নংভট্টের অভিমত হল, 'তদ্বতি'র একপ্রকার অর্থ না করার জন্যই অর্থাৎ অর্থের মধ্যে 'সম্বন্ধ'কে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্যই এমন আপত্তি (অব্যাপ্তিদোষের আপত্তি) উত্থাপিত হয়।

দ্বিতীয়ত, নীলকণ্ঠী ও ন্যায়বোধিনী টীকাতেও যথার্থ অনুভব বা প্রমার লক্ষণটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে সেই আপত্তিকে আবার খণ্ডন করা হয়েছে। আপত্তি হল, প্রমার লক্ষণটি—'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' লক্ষণটি **ভ্রান্ত সমূহালম্বনের** ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। যে জ্ঞানে একাধিক মুখ্য বিষয় জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় তাকে 'সমূহালম্বন' বলে। যেমন, যেখানে রজত ও রঙ্গ একত্রে অবস্থান করে, সেখানে যদি 'এগুলি রঙ্গ-রজত' এমন জ্ঞান হয়

Scanned by CamScanner

তাহলে সেই জ্ঞানকে বলা হয় 'সমূহালম্বন'। তবে, আপত্তি খণ্ডনে বলা হয় যে, সমূহালম্বন মাত্রই যে ভ্রান্ত হবে, এমন নয়। সমূহালম্বনজ্ঞান—অযথার্থ হতে পারে, আবার যথার্থও হতে পারে। রঙ্গ-রজত একত্রে থাকার জন্য, অযথার্থ সমূহালম্বনজ্ঞানে রঙ্গে রজতত্ব এবং রজতে রঙ্গত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু ঐ জ্ঞানে যদি রঙ্গে রঙ্গত্ব এবং রজতে রজতত্ব আরোপ করে 'এগুলি রঙ্গ-রজত' এমন জ্ঞান হয়, তাহলে সেই সমূহালম্বনজ্ঞানটি 'তৎপ্রকারকই' হয় বলে তাকে যথার্থ অনুভব অর্থাৎ প্রমারূপে গণ্য করতে হয়। সমূহালম্বনের ক্ষেত্রে তাই প্রমার লক্ষণটি প্রয়োগ করে বলা চলে 'যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থ সম্বন্ধে, (অর্থাৎ তদ্বিষয়ে) যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভব যথার্থ বা প্রমা হবে। ভ্রান্ত সমূহালম্বনের ক্ষেত্রে লক্ষণটিকে প্রয়োগ করা চলে না। কাজেই, লক্ষণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

১.৩. (ii) স্মৃতি প্রমা নয়

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে 'জ্ঞানের' প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন, জ্ঞান দু-প্রকার—স্মৃতি ও অনুভব এবং 'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ'রূপে কেবল **অনুভবকেই** 'যথার্থ অনুভব' বা 'প্রমা' বলেছেন। স্পষ্টতই, অন্নংভট্টের মতে, স্মৃতি-জ্ঞান যথার্থ হলেও তা প্রমা নয়, কেননা স্মৃতি অনুভব নয়।

প্রথমত, অনুভব প্রমাণ-নির্ভর—প্রমাণের ব্যাপারের পরে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ন্যায়দর্শনে তাকেই 'অনুভব' বলা হয়। **স্মৃতি প্রমাণ-নির্ভর নয়,** অর্থাৎ স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি কোন প্রমাণের ওপর নির্ভর করতে হয় না। স্মৃতি হল পূর্বানুভবজনিত। পূর্বানুভবজনিত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে তবেই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এজন্য স্মৃতিকে প্রমাণ-নির্ভর যথার্থ অনুভব বা প্রমারূপে গণ্য করা চলে না। স্মৃতিতে জ্ঞানত্ব থাকলেও এবং সেই জ্ঞান যথার্থ হলেও তার **অনুভবত্ব না থাকায়** স্মৃতি যথার্থ অনুভব বা প্রমা নয়।

দ্বিতীয়ত, ন্যায় মতে, যখন প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দবোধ প্রভৃতি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় হয়, তখন যেমন পশ্যামি, অনুমিনোমি ইত্যাদি রূপে তার প্রকাশ হয়, তেমনি **'অনুভবামি'**রূপেও তার প্রকাশ হয়। উপরিউক্ত চারটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ এই চারটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই—'অনুভবত্ব' সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। **স্মৃতির ক্ষেত্রে 'অনুভবত্ব' থাকে না।** স্মৃতিরূপ মানসপ্রত্যক্ষ 'অনুভবামি'রূপে হয় না, তা হয় **'স্মরামি'** রূপে। এজন্য স্মৃতি অনুভব থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান। যথার্থ অনুভব প্রমা হওয়ায় স্মৃতি তাই প্রমা নয়।

তৃতীয়ত, স্মৃতিকে 'প্রমা'রূপে গণ্য করলে **পূর্বানুভব বা সংস্কারকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে** স্বীকার করতে হয়, কেননা স্মৃতিজ্ঞান হল সংস্কারজন্য। কিন্তু নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতমের মতে প্রমাণ চারটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। সংস্কার বা পূর্বানুভব এই চারটি প্রমাণের কোনটিরই অন্তর্গত নয়। কাজেই, স্মৃতিকে প্রমারূপে গণ্য করতে হলে পূর্বানুভব বা সংস্কারকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে—পঞ্চম প্রমাণরূপে—গণ্য করতে হয়, যা গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র বিরোধী। কাজেই ন্যায়সম্মতভাবে স্মৃতিকে প্রমারূপে গণ্য করা চলে না। ক্ষেত্রবিশেষে স্মৃতি যথার্থজ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হলেও তা অনুভব থেকে স্বতন্ত্র হওয়ায়, স্মৃতি প্রমা নয়। যথার্থ অনুভবই প্রমা।

Scanned by CamScanner